International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
Volume-XI, Issue-IV, July 2025, Page No. 706-711
Published by Scholar Publications, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com
DOI: 10.29032/ijhsss.v11.i4.098

রাজা রামমোহন রায় ও আধুনিক বঙ্গ নির্মাণ: সংস্কার ও পরিবর্তনের সমাজতাত্ত্বিক অধ্যয়ন

ডঃ মোহা: জিনারুল হক বিশ্বাস
সহকারী অধ্যাপক, সমাজতত্ত্ব বিভাগ, নূর মোহাম্মদ স্মৃতি মহাবিদ্যালয়, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Received: 19.07.2025; Accepted: 21.07.2025; Available online: 31.07.2025
©2025 The Author(s). Published by Scholar Publication. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

In 19th-century Bengal, particularly in Western Bengal, Hindu society was deeply entrenched in various forms of religious orthodoxy, superstition, and antisocial practices. The acquisition and application of religious knowledge were monopolized by the Brahmins, who used this as a means of earning a livelihood. In that society, both the educated and the uneducated largely accepted and practiced polytheism, idol worship, the custom of sati, oppression of women, polygamy, child marriage, and the kulin system as socially sanctioned norms.

During this period, the influx of foreign culture and values – such as humanism, liberalism, and monotheism – had a profound impact on Raja Rammohan Roy. The influence and expression of Western education and culture played a pivotal role in initiating reform within Hindu society. This research paper, based on various secondary sources, attempts a qualitative analysis of Raja Rammohan Roy's contributions to social reform from historical and sociological perspectives, and evaluates his role in modernizing the society of his time.

The study applies interpretative sociological methods and modernization theory to analyze the impact of Roy's reform efforts, their relation to modernity, and their long-term influence. It examines the process and limitations of partial reform in Hindu society under Roy's leadership, which later contributed significantly to the broader modernization of India. Nevertheless, Rammohan Roy faced social neglect, humiliation, opposition, and violence in his pursuit of reform. Despite these challenges, he courageously fought against superstition, inhumane practices, and religious orthodoxy, sowing the seeds of rationalism, humanism, and monotheism. His efforts to abolish the sati practice, promote women's rights, modern education, use of print media, and religious reform paved the way for social transformation in Bengal.

Keywords: Raja Rammohan Roy, Social Reform, Modernization, Bengal Renaissance, Women's Rights

নবজাগরণ মানব সভ্যতাকে অগ্রবর্তী করার অন্যতম বাহন। পশ্চিমবঙ্গে নবজাগরণ শুরু হয় ১৮-১৯ শতকে সামাজিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে। উনিশ শতকের বাংলা তথা ভারতবর্ষের নবজাগরণ আন্দোলন বা সংস্কার আন্দোলনের প্রথম এবং প্রধান প্রাণপুরুষ ও অগ্রদূত ছিলেন রাজা রামমোহন রায়। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁকে ভারতের প্রথম আধুনিক মানুষ হিসেবে আখ্যা দিয়েছিলেন[i] । তিনি সমাজে যুক্তিবাদ, মানবতাবাদ এবং ন্যায়পরায়ণতার বীজ বপন করেন[ii] হুগলী জেলার আরামবাগ মহকুমার অধীন রাধানগর গ্রামে রামমোহন রায় ১৭৭২/১৭৭৩ (মতান্তরে) জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা রামাকান্ত ও মাতা তারিণী দেবী। ১৮০১ সালে কলকাতায় যান এবং ১৮১৪ সালে সরকারি চাকুরি ত্যাগ করে কলকাতায় স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন।

সমাজ সংস্কারের মুখ্য কার্যাবলী গুলি সক্রিয় ভাবে শুরু করেছিলেন স্থায়ীভাবে কলকাতায় বসবাসের পর। আধুনিকীকরণ তত্ত্ব (Modernization theory) অনুসারে, সমাজের ঐতিহ্যগত কাঠামোকে চ্যালেঞ্জ করে নতুন সামাজিক প্রতিষ্ঠান ও মানসিকতা গড়ে ওঠা আধুনিকতার একটি মূল লক্ষণ[iii]। এই গবেষণা প্রবন্ধে সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোন থেকে রামমোহন রায়ের অবদানকে অধ্যায়ন করা হয়েছে। তাঁর জীবনে পাশ্চাত্য আধুনিক শিক্ষা ও বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারা এবং মুসলিম ও খ্রিষ্টীয় ধর্মের একেশ্বরবাদ, উদারতা ইত্যাদি চিন্তাধারা ব্যাপকভাবে প্রভাব ফেলেছিল। হিন্দু জাতির মানুষের মধ্যে অন্যান্য ধর্মের প্রতি আকর্ষণ (বিশেষভাবে নীচু জাতিদের মধ্যে) তৎকালীন হিন্দু সমাজের বুদ্ধিজীবীদেরকে প্রভাবিত করেছিল। যার ফলে হিন্দু সমাজের মধ্যে থাকা বিভিন্ন অসামাজিক, অমানবিক প্রথার সংস্কারের প্রয়োজন ছিল। সেই উদ্দেশ্য সাধন করতে গিয়ে রামমোহন কে বিভিন্নভাবে বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। কিন্তু তিনি তৎকালীন ব্রাহ্মণ সমাজকে সংস্কার করতে গিয়ে শুধু হিন্দু সমাজ নয়, সমগ্র বাংলা তথা ভারতবর্ষকে আধুনিকতার পথে নিয়ে আসেন।

গবেষণা পদ্ধতি এবং তাত্ত্বিক কাঠামো

এই গবেষণা প্রবন্ধটি অধ্যায়নের জন্য গুণগত-ঐতিহাসিক (Qualitative-Historical)ও সমাজতাত্ত্বিক (sociological) দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যামূলক (Interpretive) এবং বিশ্লেষণধর্মী (Analytical) পদ্ধতি প্রয়োগ করেছে। অধ্যায়নের জন্য গবেষক বিভিন্ন বিশ্বস্ত গৌণ উৎসের (যেমন- ঐতিহাসিক তথ্য, বিভিন্ন গ্রন্থ, গবেষণামূলক প্রবন্ধ, সাহিত্য, লেখনী, ইত্যাদি) ওপর নির্ভর করে রাজা রামমোহন রায়ের সমাজ সংস্কার ও সামাজিক পরিবর্তনে ভুমিকা গুলি উপস্থাপিত করা হয়েছে।

প্রথাগত সমাজে যুক্তিবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতা, প্রযুক্তি ও বিভিন্ন সামাজিক প্রথা এবং প্রতিষ্ঠান গুলির মধ্যে প্রাতিষ্ঠানিক পরিবর্তনের মাধ্যমে আধুনিক সমাজে রুপান্তর করা আধুনিকীকরণের (Modernization) মৌলিক নিদর্শন। Max Weber এর "The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism"[iv] তত্ত্ব অনুযায়ী প্রথাগত সমাজে ধর্মীয় সংস্কার ও মোহমুক্তি ঘটিয়ে যুক্তিসংগত নৈতিকতা প্রবর্তন করে। রাজা রামমোহন রায় তৎকালীন সমাজের ধর্মীয় বিশ্বাস, সামাজিক রীতিনীতি সংস্কারের মাধ্যমে একেশ্বরবাদ প্রচার, ব্রাহ্ম সমাজ প্রতিষ্ঠা ও শিক্ষা সচেতনতা, নারী মুক্তি, ইত্যাদি অবদানের মাধ্যমে প্রথাগত হিন্দু সমাজের আধুনিকীকরণের প্রচেষ্টা করেছে।

গবেষণার উদ্দেশ্য

1. পশ্চিমবঙ্গের সমাজে রামমোহন রায়ের সংস্কার কাজের সামাজিক প্রভাব নিরূপণ করা।
2. উপনিবেশিক আধুনিকতার সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক নির্ধারণ করা।
3. তৎকালীন ও পরবর্তী বাংলার আধুনিকীকরণে তাঁর অবদান মূল্যায়ন করা।

সামাজিক পরিবর্তন

সাধারণত পরিবর্তন বলতে বোঝায় নিত্য নতুনত্বের আবির্ভাব এবং বর্তমানে অবস্থিত উপকরণ সমূহের অতীত হয়ে যাওয়া। সমাজ হল সামাজিক সম্পর্ক, সামাজিক প্রতিষ্ঠান, সামাজিক প্রথা, রীতিনীতি, ঐতিহ্য, ইত্যাদি বিষয়াদির মধ্যে অন্তঃসম্পর্ক এবং ঐক্যবদ্ধ কাঠামো। বিভিন্ন সামাজতাত্তিকেরা সামাজিক পরিবর্তনকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে সংজ্ঞায়িত করার চেষ্টা করেছেন কিন্তু কোন সংজ্ঞা একমাত্র সংজ্ঞা হিসেবে গ্রহণযোগ্য নয়। সামাজিক প্রণালী, সামাজিক প্রতিষ্ঠান, সামাজিক মূল্যবোধ, সামাজিক কাঠামো, ইত্যাদির মধ্যে পরিবর্তনকে সামাজিক পরিবর্তন হিসেবে গণ্য করা হয়। সামাজিক পরিবর্তন কখনো পুনঃপ্রবর্তন এবং কখনো পতি-বর্তনসাধ্য হয়। এই পরিবর্তন সাধারণত সাংস্কৃতিক পরিবর্তনে দেখা যায়। সামাজিক পরিবর্তন কখনো প্রত্যাশিত, কখনো অপ্রত্যাশিত, কখনো পরিকল্পিত, কখনো অপরিকল্পিতও হয়ে থাকে। সমস্ত সমাজ পরিবর্তনের স্বয়ংক্রিয় ও অপ্রত্যাশিত রূপের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন হয়ে থাকে যা বাঞ্ছনীয় বা অবাঞ্ছনীয় উভয়ই হতে পারে। সামাজিক পরিবর্তনের ধারণাটি সামাজিক উন্নতি, সামাজিক বিবর্তন এবং সামাজিক উন্নয়নের বিকল্প নয়। বরং সামাজিক কাঠামোর মধ্যে আভ্যন্তরীণ পরিবর্তন এবং পুরোনো কাঠামোর পরিবর্তন ঘটিয়ে নতুন সামাজিক কাঠামোর উদ্ভাবন। সামাজিক কাঠামোর মধ্যে পরিবর্তন ক্ষুদ্র মাত্রায় এবং সংক্ষিপ্ত কালের জন্য হয়ে থাকে। সামাজিক কাঠামোর পরিবর্তন দীর্ঘ কালের জন্য এবং

দীর্ঘ মাত্রার হয়ে থাকে। যেমন উদাহরণ স্বরূপ, একটি বসতি গ্রাম থেকে শহর এবং ক্ষুদ্র শহর থেকে পূর্ণ শহরে রূপান্তরিত হয় তখন এটি সামাজিক কাঠামোর মধ্যে পরিবর্তনের কারণে হয়। যখন সামাজিক কাঠামোর সম্পূর্ণ পরিবর্তন হয় তখন সেই সমাজের সম্পত্তির অধিকার, পরিবার, রাজনৈতিক কাঠামো, শ্রেণি, জাতি ব্যবস্থা ইত্যাদির আমূল পরিবর্তন হয়ে নতুন সামাজিক কাঠামোর গঠন হয়। সমাজতাত্ত্বিক চিন্তাবিদেরা মনে করেন বেশিরভাগ পরিবর্তন সামাজিক কাঠামোর মধ্যে পরিবর্তন[v]।

আধুনিকীকরণ

আধুনিকীকরণ সাংস্কৃতিক প্রতিক্রিয়ার একটি রূপ হিসেবে কিছু গুণাবলীর অন্তর্ভুক্ত করে যে গুলি মূলত সার্বজনীন এবং অভিব্যাক্তিমুলক; যে গুলি সমগ্র বিশ্বে মনুষ্যত্ব , জাতিত্বের বাইরে সীমা অতিক্রম করা এবং অ-ভাবাদর্শগত। এই সম্পর্কে আধুনিকীকরণ 'সাংস্কৃতিক-সর্বব্যাপীর' একটি প্রকার হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে। আধুনিকীকরণ সমস্যার প্রতি একটি যুক্তিবাদী মনোভাব প্রতীকস্বরূপ করে, এবং বিশেষ দৃষ্টিকোণ নহে বরং একটি সর্বব্যাপী দৃষ্টিকোণ থেকে সেগুলির বিবর্তন হয়। যখন সমস্যার প্রতি আবেগ জড়িয়ে থাকে, না গোঁড়ামি বরং হৃদয় দিয়ে হৃদয় অনুভব করার ঝোঁক থাকবে; বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে জগৎকে দেখার মধ্যে আধুনিকীকরণের মূল প্রোথিত রয়েছে; একটি বিশেষ সমাজে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের বীকিরণের, প্রযুক্তিক দক্ষতা এবং প্রযুক্তিক সম্পদের মাত্রার সহিত ধনাত্মক এবং গভীর জোট থাকে[v i] । আধুনিকীকরণের মূল উপাদান হল শুধু প্রযুক্তিগত উন্নয়নের পরিমাণ বেড়ে যাওয়া নয় বরং সমকালীন সমস্যার প্রতি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি, মনুষ্যত্বের আন্তরীকরন এবং বিজ্ঞানের দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে অঙ্গীকার করা। একটি ব্যক্তি বা সমাজ বা একটি প্রতিষ্ঠান আধুনিক হতে পারে। আধুনিকতা ব্যর্থ হয়, যদি একটি সমাজ প্রযুক্তিগত ভাবে চরম উন্নতি হতে পারে কিন্তু একই সঙ্গে অত্যাচারীও হয়। একজন বিজ্ঞানী একজন সফল আধুনিক মানুষ হিসেবেও অকৃতকার্য হতে পারে। সুতরাং এক্ষেত্রে আধুনিকতার অর্থ বুঝতে হবে। এবং আধুনিকীকরণের মাধ্যমে পরিবর্তনকে, বহিরাগত সাংস্কৃতিক ছোঁয়ায় সমাজের মধ্যে সাংস্কৃতিক রূপ গুলির মধ্যে পরিবর্তনের মাধ্যমে সমাজের অভ্যন্তরে সভ্যতাকরণ থেকে প্রভেদ করতে হবে।

ইয়গেন্দ্রা সিংহ মনে করেন আধুনিকীকরণ একটি বৃহৎ ধারণা সম্পন্ন এবং সমগ্র মানবের জন্য কিন্তু সমগ্র সমাজের আধুনিকতার ধাঁচ একই রকম নয় বরং নিজস্বতার সহিত সমাজ ব্যতিরেকে আধুনিকতা ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে। যাইহোক, তৎকালীন বঙ্গে তথা ভারতবর্ষে মুসলিম এবং পরবর্তী ইংরেজ শাসন ব্যবস্থায় এদেশীয় সমাজের বিভিন্ন অংশে তাঁদের সংস্কৃতির বহু প্রভাব রেখেছিল। যার ফলে ভারতীয় সমাজে বিভিন্ন আধুনিক ব্যক্তিত্বের উত্থান ঘটে। বঙ্গীয় এবং ভারতীয় সমাজের সাংস্কৃতিক, শিক্ষা, সামাজিকতা, জাতীয়তা, ইত্যাদি বিষয়ে তাঁদের অবদান অনস্বীকার্য। মধ্যযুগীয় শাসন ব্যবস্থায় রাজা রামমোহন রায় তাঁদের মধ্যে নবজাগরণের এবং আধুনিকীকরণের অন্যতম পথ প্রদর্শক ছিলেন।

তৎকালীন সামাজিক চিত্র

রাজা রামমোহন রায়ের কলকাতায় স্থানান্তরের পূর্বে কলকাতার হিন্দু সমাজের মানুষেরা বিভিন্ন ধরনের ধর্মীয় গোঁড়ামি ও কুসংস্কার এবং অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল। ধর্মের জ্ঞান অর্জন এবং ব্যবহার কে কেন্দ্র করে ব্রাহ্মণরা অর্থ উপার্জন করতো। জ্ঞান অর্জনের অধিকার শুধু মাত্র ব্রাহ্মণদের মধ্যে সীমিত ছিল। যার ফলে হিন্দু সমাজের সর্বত্র বৈজ্ঞানিক, যুক্তিপূর্ণ জ্ঞানের অভাব ছিল। এক কথায় পুরো সমাজই কুসংস্কারের বেড়াজালে আটকে ছিল। অনেক শিক্ষিত ও সরকারি বিভাগে কর্মী ব্যক্তিরাও এর বাইরে ছিল না[vii]। বহু ঈশ্বরবাদে বিশ্বাস, মূর্তিপূজা, সতীদাহ প্রথা, নারী নির্যাতন, বহু বিবাহ, বাল্যবিবাহ, কুলীন প্রথা, ইত্যাদির মত অসামাজিক, অমানবিক, অযৌক্তিক ও অবৈজ্ঞানিক ক্রিয়া কর্মকে ধর্মের আঙ্গিক অংশ হিসেবে মেনে চলা হত। এবং এগুলি কে কালের অগ্রগতিতে সামাজিক রীতি, নীতি ও ঐতিহ্যের আকার ধারণ করে।

বহিরাগত সংস্কৃতির প্রভাব

রাজা রামমোহন রায়ের জীবন কাল ছিল আঠারোশো ও উনিশশো শতাব্দীর সময়কালে যখন ভারতীয় সমাজে মুসলমান শাসন ব্যাবস্থা ছিল অন্তিম পর্যায়ে এবং ব্রিটিশ শাসন ব্যাবস্থার সূত্রপাত ঘটে। তাঁর জীবনে ব্যাল্য কাল থেকে শুরু করে বার্ধক্য পর্যন্ত ভাষা, শিক্ষা, আদর্শ, নীতি, মূল্যবোধ, ইত্যাদির যে প্রতিফলন দেখা দিয়েছিল

স্বাভাবিকভাবেই সেগুলি তৎকালীন শাসনব্যাবস্থার ও সামাজের সংস্কৃতির প্রভাব ছিল। রাজা রামমোহন রায়ের সামাজিক সংস্কার আন্দোলনে যে আদর্শ ও মূল্যবোধ দেখা যায় সেখানে মুসলিম সংস্কৃতির প্রভাবকে কোন ভাবেই অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু ব্রিটিশ সংস্কৃতির প্রভাব ছিল অধিক। ভারতীয় সংস্কৃতিতে পাশ্চাত্যদের প্রভাব বলতে প্রাথমিকভাবে ব্রিটিশ সংস্কৃতির প্রভাবকেই বোঝানো হয়ে থাকে। পাশ্চাত্য সংস্কৃতির উপাদান যেমন যৌক্তিকতা, পর্যবেক্ষণ, যাচাইকরা, যোগ্যতার মাধ্যমে সামাজিক বা ব্যাক্তিগত মর্যাদা, মানবিকতা, নৈতিকতা, আইন ব্যাবস্থা, ইত্যাদি ভারতীয় দের প্রভাবিত করেছিল বিশেষভাবে বুদ্ধিজীবী, গবেষক, উঁচু শ্রেণীর ও জাতীর কিছু মানুষ ও ব্যাবসায়িদের। প্রাথমিক ভাবে পাশ্চাত্য সংস্কৃতির এই প্রভাব এই অল্প সংখ্যক মানুষের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল কিন্তু পরবর্তীতে ধীরে ধীরে পুরো ভারতবর্ষ ব্যাপী পাশ্চাত্য করণের প্রভাব বিস্তার করে সমাজের সর্ব ক্ষেত্রে। রাজা রামমোহন রায় ছিলেন, পাশ্চাত্যকরণের প্রাথমিক পর্যায়ে প্রভাবিত ব্যাক্তিদের মধ্যে একজন। ভারতীয় সংস্কৃতির জন্য পশ্চিমী মূল্যবোধ, নৈতিক কাঠামো এবং দৃষ্টিবাদের মূলনীতির একজন উৎসাহী প্রবক্তা ছিলেন। তিনি সংগঠিতভাবে মানবতাবাদী সামাজিক সংস্কার আন্দোলনের[viii] সূত্রপাত ঘটিয়েছিলেন হিন্দু সমাজের মধ্যে[ix]।

সমাজের প্রতি রাজা রামমোহন রায়

তৎকালীন হিন্দু সমাজকে, কুসংস্কার, অন্ধবিশ্বাস, নারীর পরাধীনতা, ধর্মান্ধতা, ইত্যাদির বেড়াজাল আবদ্ধ অবস্থা থেকে সংস্কারের মাধ্যমে মুক্তির জন্য এগিয়ে আসা বিভিন্ন ব্যক্তিদের মধ্যে রাজা রামমোহন রায় ছিলেন অনন্য। হিন্দু সমাজের সংস্কারক করণের জন্য সংবাদ মাধ্যমকে ব্যাপকভাবে ব্যবহার করেছিলেন। সংবাদপত্রের মাধ্যমে মানুষকে শিক্ষা, বিজ্ঞান, কারিগরি, চিকিৎসা ইত্যাদির প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সচেতন করা হত। তৎকালীন হিন্দু সমাজের অবস্থিত বিভিন্ন সামাজিক ব্যাধি ও সমস্যার কথা উল্লেখ করতেন এবং তার প্রতিবাদ ও প্রতিকার সম্বন্ধে আলোচনা করতেন। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের একচেটিয়া শাসন এবং তাদের অন্যায় ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে তিনি লিখেছেন। শাসকশ্রেণী ও জনগণের মধ্যে সংযোগ স্থাপন, একেশ্বরবাদী ধারণার প্রচার, জাতী- ধর্ম ও ভাষা নির্বিশেষে ঐক্য সাধন ও সচেতনতার কাজ বিভিন্ন সাপ্তাহিক, মাসিক এবং বিভিন্ন ভাষায় পত্র পত্রিকার মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন। ‘সংবাদ কৌমুদী’ (১৮২১), ‘তাহাফত-উল হুয়াহহিদ্দিন’ (১৮০৩), ‘মিরাৎ-উল-আখবার’ (১৮২২), ‘জান-ই-জাহাপনামা’ (১৮২২), ‘বেঙ্গল হেরাল্ড’ (১৮২২) প্রমুখ পত্র পত্রিকা প্রকাশ করেন[x] ।

নারীদের অবস্থান

তৎকালীন সমাজে অবস্থিত সামাজিক ব্যাধি যেমন বাল্যবিবাহ, সতীদাহ প্রথা, কুলীন প্রথার ইত্যাদির বিরুদ্ধে দীর্ঘদিন অবিরাম আন্দোলন করে রামমোহন হিন্দু সমাজের সংস্কার করেন। তৎকালীন হিন্দু সমাজে বিধবা মহিলাদেরকে তাদের মৃত স্বামীর জ্বলন্ত চিতায় নিজেদেরকে (স্বেচ্ছায় বা প্রথাকে মেনে চলার কারণে) বলিদান করতে হতো। ইতিহাসবিদ রজতকান্ত রায় সাধারণত এটা মনে করা হয় যে এই প্রথা বিশেষভাবে উঁচু জাতিদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল যেমন ব্রাহ্মণ, রাজপুত, জমিদার ইত্যাদি এবং ভারতের উত্তর পশ্চিম অংশে অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্বে এই প্রথা অধিক দেখা গেলেও ওই সময়ের পরে বাংলাদেশে সতীদাহের ঘটনা অধিক হারে বেড়ে যায়। রজতকান্ত রায় মনে করেন নিম্ন শ্রেণীর মানুষের মধ্যে উঁচু জাতির স্থান প্রাপ্তি লাভের উদ্দেশ্যে সতীদাহ প্রথা মেনে চলতে শুরু করে। নীচু জাতির নিজেদের কে সংস্কারের মাধ্যমে সমাজে উঁচু জাতির মান, অনুভূতি লাভের ইচ্ছাকে সমাজবিদ এম এন শ্রিনিভাস ‘সংস্কৃতিকরণ’ বা ‘sanskritization’ বলে আখ্যায়িত করেছেন। শ্রী নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় তাঁর রামমোহন রায়ের জীবনচরিত গ্রন্থে ১৮১৫ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৮২৮ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত সতীদাহের সংখ্যার একটি সারণি উল্লেখ করেন সেখানে দেখা গিয়েছে যে সতীদাহের সংখ্যা অবিরাম বেশী ছিল কলকাতায় ২৫৩-৩০৯ সংখ্যার মধ্যেই ছিল। কাশী, পাটনা, ঢাকায় সতীদাহের সংখ্যা বেশি ছিল কিন্তু কলকাতার তুলনায় অনেক কম সর্ব নিম্ন ২০ থেকে ১৩৭ পর্যন্ত। সর্ব নিম্ন ছিল মুর্শিদাবাদ ও বেরেলি তে প্রায় ২ থেকে ৩০ সংখ্যা পর্যন্ত। সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে “ প্রবর্তক ও নিবর্তক প্রথম সংবাদ”, “প্রবর্তক ও নিবর্তক দ্বিতীয় সংবাদ” ১৭৮১ শতাব্দ নামক পুস্তক প্রচারও করেছিলেন। রামমোহন রায়ের প্রচেষ্টাতে ১৮২৯ খ্রিস্টাব্দে লর্ড উইলিয়াম বেনটিং সতীদাহ প্রথা রদ করা হয়।

তৎকালীন সমাজে নারীদের অবস্থান ছিল সমাজের অতি নিম্নে। স্বামীহীন গৃহবধূকে সাদা শাড়ি পরিয়ে, চুল কেটে, আতপ চাল খাইয়ে অনাআকর্ষণীয় করে তলা হতো। এই অমানবিক প্রথা প্রায় ৫০০ বছর হিন্দু সমাজে প্রচলিত ছিল। নির্যাতন, বহুবিবাহ, বাল্যবিবাহের ইত্যাদি কুপ্রথা সমাজে প্রছলিত ছিল[xi]। তিনি নারীদের বিভিন্ন অপবাদ থেকে মুক্তি, শিক্ষা গ্রহণে স্বাধীনতা, স্বামী বা পিতার সম্পত্তিতে নারীদের সমানাধিকার প্রতিষ্ঠা করেন। বহুবিবাহের মত কদর্য প্রথার বিরুদ্ধেও রামমোহন আপ্রাণ লড়ে গেছেন। এইভাবে তৎকালীন বঙ্গে অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গের আধুনিকীকরণে নারীকে নতুন সামাজিক পরিচিতি দেওয়ার প্রক্রিয়ার সূচনা করে।

শিক্ষার আধুনিকীকরণ

তিনি ইংরেজি ও বৈজ্ঞানিক শিক্ষার সূত্রপাত এ-দেশে প্রথম ঘটিয়েছিলেন। ফল স্বরূপ ১৮১৭ খ্রিস্টাব্দে হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বাংলায় তথা ভারতবর্ষে শিক্ষা ব্যবস্থায় নবজাগরণ ঘটিয়েছিলেন। তিনি ধর্মীয় শিক্ষার পাশাপাশি আধুনিক শিক্ষার জন্য ১৮২২ সালে অ্যাংলো-বেদিক স্কুল খুলেছিলেন যা পরবর্তীতে ১৮২৬ সালে বেদান্তা কলেজে রূপান্তরিত হয়। তিনি বেদ, উপনিষদ, কুরান, বাইবেল ইত্যাদি বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থের পারদর্শী ছিল। এবং তিনি ফারসি, ইংরেজি, আরবি, সংস্কৃত, বাংলা, হিব্রু ইত্যাদি ভাষাই দক্ষ ছিল। এইভাবে তিনি চেয়েছিলেন ভারতবর্ষে আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থার সূত্রপাত করতে।

ধর্মে উদারনীতি

"ধর্মীয় ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন উদার প্রকৃতির। তিনি একেশ্বরবাদ ধারণার প্রচার করেছিলেন। তাঁর মতে দেবতা জগৎকর্তা এক। ব্রাহ্ম অপরিচ্ছেদ্য ও সর্বব্যাপী। ব্রহ্ম নির্বিশেষ ও চৈতন্যময়। কোন মতে সবিশেষ নয়। রূপহীন নিরাকার। ভিন্ন ভিন্ন বিশেষণ দ্বারা নির্দেশ করা যেতে পারে, যেহেতু তিনি বিচিত্র শক্তি"[xii]। তিনি বেদ শাস্ত্রকে হিন্দু সমাজের প্রত্যেকের কাছে উন্মুক্ত করে ব্রাহ্মণদের ধর্মীয় দাপট ও কর্তৃত্বের মূলে আঘাত হেনেছিলেন। তিনি শুধু হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে একেশ্বরবাদের ধারণা প্রচার করেছেন তেমনটি নয়। বরং তাঁর বিশুদ্ধ একেশ্বরবাদের ধারণা অন্যান্য সম্প্রদায়ের মধ্যেও প্রচার করেন যেমন মুসলিম, খ্রিষ্টান ইত্যাদি। একেশ্বরবাদ প্রচারের উদ্দেশ্যে আডাম সাহেব সহিত 'ইউনিটেরিয়ান সোসাইটি' (Unitarian Society) নামক সভা স্থাপন করে। পরবর্তীতে ১৮২৮ খ্রিস্টাব্দে উপাসনা সভা স্থাপিত করেন। ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে বাংলা ১৭৫১ শতাব্দীতে জমি ক্রয় করে বর্তমান সমাজ গৃহ নির্মাণ করেন। তাঁর দ্বারা নির্মিত উপাসনা মন্দির ধর্ম, সম্প্রদায়, জাতী নির্বিশেষে সকলের জন্য উন্মুক্ত ছিল। উপাসনার প্রণালি ছিল বিমূর্ত, পশুবলি ত্যাগ করা, সাম্প্রদায়িক অনুষ্ঠান ছাড়া, প্রাণিহিংসা ও আহার পান থেকে মুক্ত থাকা। ঘৃণা, তাচ্ছিল্য কোন কিছুর স্থান ছিল না বরং উদ্দেশ্য ছিল পরমেশ্বরের প্রতি প্রেম, নীতি, ভক্তি, দয়া, সাধুতা ও সকল ধর্মসম্প্রদায়ের মধ্যে ঐক্য সাধন করার চেষ্টা ছিল।

রামমোহন রাজনীতি ও ধর্ম উভয়ের মধ্যে কোন বিরোধ দেখেন নাই বরং মানুষের জীবনের অবশ্য কর্তব্যের মধ্যে গণনা করতেন। তাঁর বিভিন্ন সামাজিক ব্যাধিকে দূর করা, নারীদের অধিকার প্রদান করা, জাতি ভেদাভেদ, উত্তরাধিকার সম্বন্ধে সুপ্রিম কোর্টের নিষ্পত্তির বিরুদ্ধে আন্দোলন, আসিদ্ধ ভূমি বিষয়ক আয়েনের বিরুদ্ধে আন্দোলন করা সবকিছুর মধ্যে রাজনীতি সমাজনীতি ধর্মনীতি জড়িয়ে রয়েছে[xiii]।

উপসংহার

রাজা রামমোহন রায় হিন্দু ধর্মীয় গ্রন্থের যুক্তিবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে প্রথাগত গোঁড়ামি ও অন্ধ বিশ্বাসের বিরুদ্ধে ধর্মীয় নিয়ম ও নির্দেশনা গুলি পুনরায় ব্যাখ্যা করেছেন। হিন্দু ধর্মের মানুষকে সত্যের দিকে, মানবতার দিকে আহ্বানের মাধ্যমে ধর্মের প্রকৃত সামাজিক বাস্তবতাকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য সংগ্রাম করেছিলেন। এইভাবে, হিন্দু সমাজের সংস্কারের মাধ্যমে প্রকৃত হিন্দু সমাজের নতুন রূপ প্রদান করেছেন যা সমাজের সার্বিক নয় বরং আংশিক পরিবর্তন ঘটিয়েছিল।

রামমোহন রায় ১৮২৮ খ্রিস্টাব্দে ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বাংলায় তথা ভারতে প্রথম সংস্কার আন্দোলন শুরু করেছিলেন। যার উদ্দেশ্য ছিল কুসংস্কারছন্ন হিন্দু সমাজ তথা ভারতীয় সমাজকে সংস্কার করা এবং সাধারণ মানুষকে বেদ, উপনিষদ এবং অন্য হিন্দু ধর্মীয় গ্রন্থের সঠিক ও সত্য শিক্ষা প্রদান করা। তিনি তাঁর সমগ্র জীবন কে উৎসর্গ করেছেন তৎকালীন সমাজের পঙ্কিল, সামাজিক ব্যাধি, নিরীহ মানুষের দুঃখ কষ্ট দূরীকরণের উদ্দেশ্যে।

নারীদের সম্মান, শিক্ষা, অধিকার প্রতিষ্ঠা, একেশ্বরবাদ এর প্রচার, বিভিন্ন ধর্মের মানুষের সঙ্গে উদার সম্পর্ক রাখা, নিজ ধর্মের সমালোচনা করা, বিদেশি ভাষার ও শিক্ষার প্রতি গুরুত্ব প্রদান করা, ইত্যাদি বিষয়ে এবং এমনকি বিভিন্ন দেশ বিদেশ ভ্রমণ বিষয়েও বিভিন্ন ভাবে তাঁর হিন্দু সমাজের মানুষ, জাতির কাছে অপমান, অত্যাচার, সমালোচনা, ইত্যাদির স্বীকার হতে হয়েছিল। এতদ্ বাধা থাকা সত্ত্বেও তিনি কখনো সত্যের জন্য, কল্যাণের জন্য, ন্যায়ের জন্য কুসংস্কারের কাছে সমাজের অশিক্ষার অন্ধকারের কাছে মাথা নত করেন নি। তিনি অবিরাম আন্দোলন চালিয়ে গেছেন তৎকালীন হিন্দু সমাজকে নতুন দিশা দেখানোর জন্য। তিনি স্বয়ং নিজে ব্রাহ্মণ হয়ে ব্রাহ্মণ সমাজের বিরুদ্ধে আন্দোলন করা, সমালোচনা করা, একেশ্বরবাদ ধর্মের প্রচার করা ইত্যাদি মোটেই স্বাগত জানানোর বিষয় ছিল না। বরং এটি প্রবাহমান স্রোতের বিপরীতে তরী চালানোর মত কঠিন ছিল। রামমোহন রায় যে অবদান রেখে গেছেন সেটি শুধু হিন্দু সমাজের মুক্তির পথ ছিল না বরং সমগ্র বাংলাকে নতুন অগ্রগতির এবং উন্নয়নের পথ দেখিয়েছিল যা সমগ্র ভারতবর্ষের কাছে সম্পূর্ণ আধুনিক ও নবজাগরণের পথ ছিল। সুতরাং পরিশেষে বলা যায় যে তিনি একজন শুধু মহান সমাজ সংস্কারক ছিলেন না বরং তিনি বাংলা ও ভারতবর্ষের আধুনিকীকরণের ও নবজাগরণের জনকও ছিলেন। এবং তৎকালীন সমাজে যে পরিবর্তন দেখা গিয়েছিল সেটি সমাজের মূল কাঠামোর আমূল কোন পরিবর্তন হয়নি বরং সমাজের বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রের মধ্যে পরিবর্তন দেখা দিয়েছিল যেমন শিক্ষা, নারীর অধিকার, ধার্মিক, জাতি ভেদাভেদ ইত্যাদি। কিন্তু এই ক্ষেত্র গুলির মধ্যে আংশিক পরিবর্তন হয়েছিল। এই ধরনের সামাজিক পরিবর্তন কে সমাজের মধ্যের পরিবর্তন বা সমাজ সংস্কার মূলক পরিবর্তন বলা হয়ে থাকে।

তথ্যসূত্র:

[i] অধ্যাপক (ড) মুখোপাধ্যায় দুলাল, কবিরাজ উদয় শঙ্কর, হালদার তারিনী। লিঙ্গ প্রসঙ্গে বিদ্যালয় ও সমাজ। আহেলি পাবলিশার্স। ২০২২। এপ্রিল। কলিকাতা। ৯৭।

[ii] Sarkar, S. (1975). Rammohun Roy and the Break with the Past. Indian Economic & Social History Review, 12(4), 393-410.

[iii] Lerner, D. (1958). The Passing of Traditional Society: Modernizing the Middle East. Glencoe, IL: Free Press.

[iv] Weber, M. (1930). The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism (T. Parson, Trans.). London: Routledge Classics.

[v] Singh, Y. (2005). Modernization of Indian Tradition: A Systemic Study of Social Change. Rawat Publications. New Delhi.

[vi] Singh, Y. (2005). PP- ৬১

[vii] Singh, Y. (2005). PP- ৪৫

[viii] Singh, Y. (2005). PP- ৮৬-৯১

[ix] Singh, Y. (2005). PP- ৮৬-৯১

[x] সেনগুপ্ত পৃথ্বী (২০১৩)। সাংবাদিকতা প্রসঙ্গে রামমোহন ও সেই সময়। প্রতিধ্বনি the Echo, A Journal of humanities & Social Science. Dept. of Bengali, Karimganj College, Assam, India. Volume-II, Issue-II. www.thecho.in

[xi] চট্টোপাধ্যায় শ্রী নগেন্দ্রনাথ। মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত। ১১ই মাঘ, ১২৮৭ সাল।

[xii] চট্টোপাধ্যায় শ্রী নগেন্দ্রনাথ। মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত। ১১ই মাঘ, ১২৮৭ সাল। পৃষ্ঠা নঃ ৫৬ - ৫৭।

[xiii] বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রী ব্রজেন্দ্রনাথ। রামমোহন রায় (১৩৪৯ শতাব্দী/ ১৯৪২ সাল)। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ। কলিকাতা।